দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 28 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7 ......

ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ

জোবাইদা নাসরীন কনা

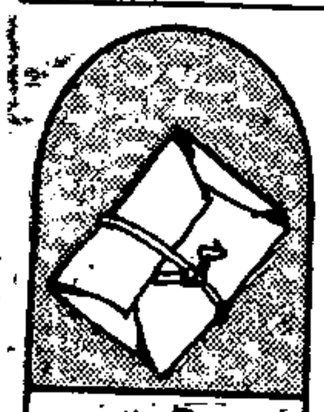

প্রোফাইল

সারাবিশ্বে আজ একথা স্বীকৃত যে, শারীরিক শিক্ষার বিকাশ ও উন্নয়ন ছাড়া কোন জাতির অগ্রগতি হতে পারে না। এটি অন্তত মৌলিক ধারণা ও চেতনা। একটি জাতির অগ্রগতি, উন্নতি ও বিকাশ নির্ভর করে সে দেশের স্বাস্থ্যের উপর। স্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন শারীরিক শিক্ষার। জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সাথে সাথে শারীরিক শিক্ষার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচিত হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা শারীরিক শিক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

শারীরিক শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান আহরণ করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রশিক্ষিত জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই দেশের প্রথম শারীরিক শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। তখন এর অবস্থান ছিল ময়মনসিংহের গৌরীপুর রাজবাড়িতে। পরে ১৯৫৫ সালে কলেজটি ঢাকায় প্রথমে আরমানিটোলা ও পরে নারিন্দা ও আলিয়া মাদ্রাসার ভারফিন হোস্টেলে স্থানান্তরিত হয়। এরপর থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজ হিসেবে ১৯৬২ সাল থেকে মোহাম্মদপুরের ঐতিহাসিক সাত গম্বুজ মসজিদের কাছে কলেজটি অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের বহু স্মৃতি বিজড়িত এ কলেজটি।

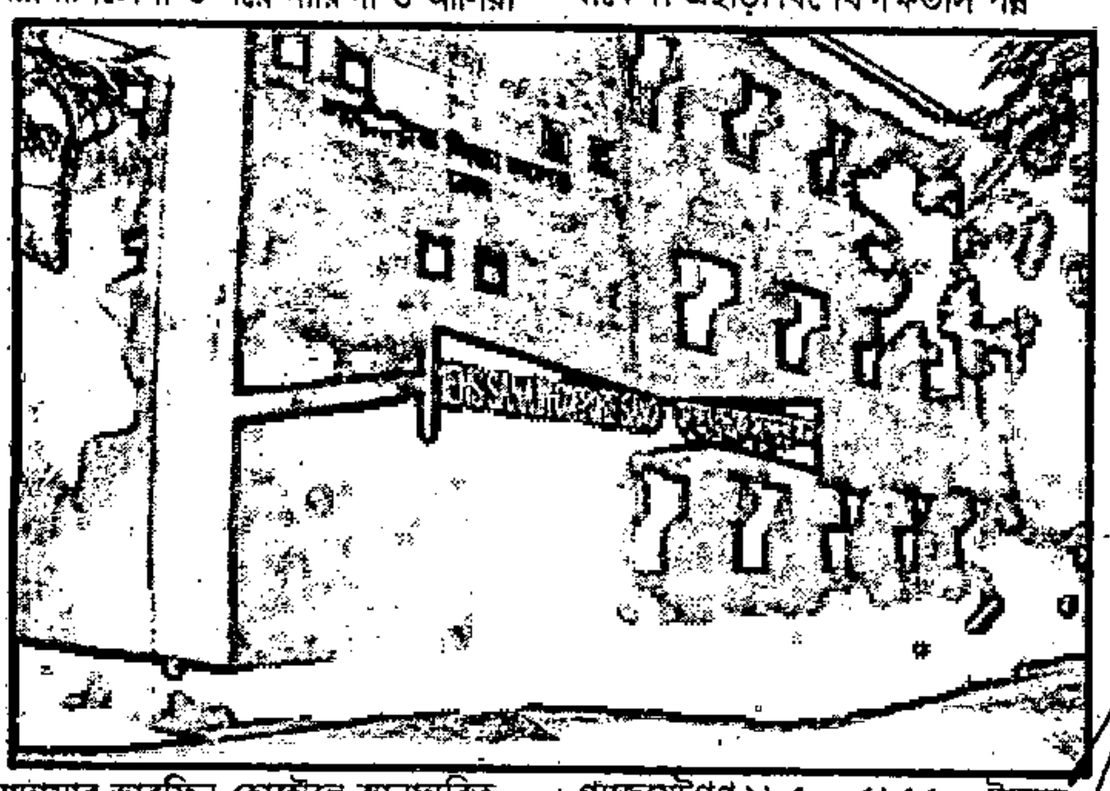

শারীরিক শিক্ষা কলেজের পাঠক্রম মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। শারীরিক শিক্ষার তত্ত্বীয় বিদ্যা, ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষাদান অনুশীলনী।

সাধারণত 'মে' মাসে দৈনিক কাগজগুলোতে এবং কলেজের নোটিশ বোর্ডে দেয়া বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। জুন মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত, ব্যবহারিক, মৌখিক ও ডাক্তারি পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ভর্তির জন্য প্রার্থীকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যেকোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক পাস। প্রার্থীকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। সেই সঙ্গে যেকোন দুটি খেলায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। ভর্তির জন্য প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়স ত্রিশ বছর। কলেজ মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

প্রতিবছর জুলাই থেকে দশ মাসের জন্য শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। এ বছর থেকে প্রত্যেক কোর্সের জন্য ২০০টি আসন নির্ধারিত আছে। তার মধ্যে ১৪০ জন ছাত্র ও ৬০ জন ছাত্রী।

এটি একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৭.৯০ একর জমির উপর অবস্থিত। এতে ১৪০ জন ছাত্র এবং ৬০ জন ছাত্রীর উপযোগী ছাত্র ও ছাত্রীনিবাসসহ স্টাফ কোয়ার্টার, প্রশাসনিক ভবন ও কলেজ ভবন, ৪০০ মিটার রানিং ট্রাক, সুইমিং পুল, বাস্কেট বল গ্রাউন্ড, জিমন্যাসিয়াম এবং অন্যান্য আন্তঃকক্ষ ও বহিঃস্থ খেলাধুলার পূর্ণাঙ্গ বন্দোবস্ত আছে।

সদাচার, কলেজে নিয়মিত উপস্থিতি, শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ, মূল্যায়ন, অগ্রগতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে দশ মাসের জন্য প্রতিমাসে ৩৩০ টাকা হারে সরকারি তহবিলের প্রাপ্যতাসাপেক্ষে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

বি,পি,এড ডিগ্রি প্রাপ্তরা কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে ২৩০০-৪৪৮০/- টাকার স্কেলে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার। ক্রীড়াশিক্ষক/ইনস্ট্রাক্টর/কোচ পদে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। এছাড়া বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েটগণ ২৮৫০-৫১৫৫/- টাকার স্কেলে জেলা ক্রীড়া অফিসার ও লেকচারার হিসেবে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের মর্যাদায় চাকরি পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে স্পোর্টস অফিসারের পদে ২৮৫০-৫১৫৫/- টাকার স্কেলে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এছাড়া প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ইনস্ট্রাক্টর পদে এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আকর্ষণীয় বেতনভাতায় নিয়োগ পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাবের কোচ বা অফিসার হিসেবেও আকর্ষণীয় স্কেলে চাকরির সংস্থান হয়ে থাকে। উপরন্তু বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েটগণ বিদেশে উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য সুযোগ পেয়ে থাকেন।

কলেজের সমস্যা সম্পর্কে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানালেন, 'কলেজের সুইমিং পুলের গভীরতা মাত্র ১৪ ফুট। যার ফলে গ্রীষ্মকালে প্রায়শই সুইমিং পুলটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা।

ঐতিহ্যবাহী এই কলেজ আরও ঝকমক হয়ে উঠুক সাফল্যের সোনালী আলোয়, এই আমাদের প্রত্যাশা।